



228933 - যবে ব্যক্‌ত কুরআনে কছি অংশ মুখস্থ কৰে ভুলে গছে তাৰ কী কৰণীয়

প্ৰশ্ন

যদি কোন ব্যক্‌ত কুরআনে মুখস্থকৃত অংশে কছি ভুলে যায় এবং তওবা কৰে; তাৰ তওবা কবুলেৰে জন্ম কৰি ভুলে যাওয়া অংশগুলো পুনঃপাঠ কৰা অপৰহিৰ্য। যদি সটো অপৰহিৰ্য হয় তাহলে এখান থেকে ওখান থেকে বক্ষিপ্তভাবে মুখস্থকৃত অংশগুলো সে ব্যক্‌ত কৰিবে পুনঃপাঠ কৰবে; যোগুলেৰে স্থান তাৰ মনে নহে। তবে, যে সূৰাগুলো পূৰ্ণাঙ্গভাবে মুখস্থ কৰছে সেগুলো পুনঃপাঠেৰে ক্ষেত্ৰে সমস্যা নাই। এমতাবস্থায় অন্তৰিলিম্বে পুনঃপাঠ কৰা কিতাৰ উপৰ ফৰজ; নাকি দীৰ্ঘ ময়াদে, অবসৰ সময়ে পুনঃপাঠ কৰলেও চলবে?

প্ৰিয় উত্তৰ

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

নিসন্দেহে কুরআন অধ্যয়ন কৰা, তলোওয়াত কৰা ও মুখস্থ কৰা উত্তম নকীৰ কাজ। কুরআন ভুলে যাওয়ার আশংকা রোধ কৰাৰ জন্ম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মতি কুরআন পড়ার প্ৰতি উদ্বুদ্ধ কৰছে। অৰ্থাৎ মুখস্থকৃত অংশ নিয়মতি পুনঃপাঠ কৰা ও বারবার তলোওয়াত কৰা। অন্যদিকে কুরআন ভুলে যাওয়া গ্ৰহণিত কাজ। কাৰণ এতে আল্লাহৰ কতিব থেকে মুখ ফৰিয়ে নয়ো ও এ কতিবকে পৰহিৰ কৰাৰ আলামত পাওয়া যায়।

দুই:

কুরআন ভুলে যাওয়ার হুকুম কি এ ব্যাপারে আলমেগণ মতানকৈয় কৰছে: কটে বলেন: কুরআন ভুলে যাওয়া কবৰি গুনাহ। কোন কোন মতে, গুনাহৰ কাজ; তবে কবৰি গুনাহৰ পৰ্যায় পৌঁছবে না। কাৰো কাৰো মতে, এটি এমন একটি মুসবিত যা বান্দাৰ অন্তৰ ও দ্বীনদাৰকি আক্ৰান্ত কৰে। এৰ ফলে বান্দাৰ কোন কোন আমলেৰে উপৰ আল্লাহৰ শাস্তি নামতে পাৰে। যদিও এটি কবৰি গুনাহ নয় বা পাপ নয়। এ মাসয়ালায় এটি সৰ্ব্বাধিক অগ্ৰগণ্য অভিমত।

কিন্তু, কোন হাফযে কুরআন এৰ জন্ম কুরআন তলোওয়াতে গাফলত কৰা কথিবা নিয়মতি তলোওয়াতে অবহলো কৰা সমীচীন হয়। বৰং হাফযে কুরআনেৰে উচতি সওয়াবৰে আশা নিয়ে দৈনিকি নিৰ্দিষ্ট একটি পৰমাণ তলোওয়াত কৰা; যাতে কৰে সে তাৰ তলোওয়াত ধৰে রাখতে পাৰে, ভুলে না যায় এবং কুরআনেৰে হুকুম-আহকাম থেকে উপকৃত হতে পাৰে।



তনি:

কুরআনের কছি অংশ ভুলে যাওয়া কুরআন পড়া ছড়ে দেয়ার কারণে ঘটতে থাকে। কুরআন পড়া ছড়ে দেয়ার কছি কছি রূপ অন্য কছি রূপে চয়ে জঘন্য। ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) ‘আল-ফাওয়ায়েদে’ নামক গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৮২) বলেন: তবে কুরআন থেকে মুখ ফরিয়ে নয়ো ও কুরআনকে বাদ দিয়ে অন্য কছি নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে কুরআন ভুলে যাওয়া মুসবিত। সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার সাথে সাথে এ মুসবিতের কারণে আরও অনেকে মুসবিত সৃষ্টি হয়।

যে ব্যক্তি কুরআনের কছি অংশ মুখস্থ করার পর ভুলে গেছে তার জন্য নমিনোকত উপদেশ:

- যে সূরাগুলো মুখস্থ ছিল সেগুলো পুনঃ পুনঃ পাঠ করা; যাতে দ্বিতীয়বার সেগুলোকে মজবুতভাবে মুখস্থ করে নতিে পারে।
- পুনঃপাঠ নিয়মতি অব্যাহত রাখা; যাতে পুনরায় ভুলে না যায়।
- একজন দক্ষ শাইখের কাছে মুখস্থ ও পুনঃপাঠ চালু রাখা।
- কুরআন শরীফের বড় বড় যসেব অংশ মুখস্থ করছে যমেন পারা ও হযিব ইত্যাদি; সেগুলো পুনঃপাঠ করা এবং সম্পূর্ণ সূরা মুখস্থ করার চেষ্টা করা। এভাবে পূর্ববে মুখস্থকৃত অংশ পুনঃপাঠ করা ও মুখস্থকৃত অংশ পুনরুদ্ধার করার প্রক্রিয়া তাকে গোটো সূরাটি মুখস্থ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে।
- পক্ষান্তরে, কুরআনের ছোট ছোট যে অংশগুলো মুখস্থ করে ভুলে গেছে যমেন- দুই আয়াত বা তনি আয়াত ইত্যাদি সেগুলো নিয়ে ব্যস্ত হবো না এবং সেগুলো থেকে যা ভুলে গেছে সেসেব অংশ স্মরণ করার কষ্ট করা দরকার নই।

যমেনটি ইতিপূর্ববে উল্লেখ করছে তার উচতি সূরা ও বড় বড় অংশগুলো মুখস্থকরণে সচেষ্ট হওয়া। ছোট ছোট যে অংশগুলো মুখস্থ করছে এবং কছি কছি ভুলে গেছে সেগুলো স্মরণ করতে না পারার কারণে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবো না। ব্যক্তি নজিে নজিেরে অবস্থা বুঝার চেষ্টা করবে। যদি কোনে পাপের কারণ হয় তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ইস্তগিফার করবে ও তওবা করবে। আর যদি অবহলো, আখরোতের প্রতি বমিখতা ও দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে তাহলে সে ব্যক্তি আখরোত অভিমুখী হবো। কেনো আখরোতই হল- উত্তম ও স্থায়ী।

এরপর বলব, সে ব্যক্তির উচতি অনতবিলম্বে ভুলে যাওয়া অংশগুলো পুনরায় মুখস্থ করে নয়ো। উৎসাহ নিয়ে চেষ্টা করলে হমিমত পাবে; আর বলিম্ব করলে ও চলিমেদিলিে জড়তায় পাবে।

ইবনুল মুবারক (রহঃ) আল-যুহদ নামক গ্রন্থে (১/৪৬৯) ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করনে যে, তনি বলেন: “এ অন্তরগুলোর স্পৃহা ও চঞ্চলতা আছে। আবার জড়তা ও পছিটান আছে। সুতরাং স্পৃহা ও চঞ্চলতার সময় অন্তরগুলোকে কাজে লাগাও এবং জড়তা ও পছিটানের সময় ছাড় দাও।”।



কোন সন্দেহে নহে যে ব্যক্তি কুরআনকে হারিয়ে ও ভুলে গিয়ে নিজের দুর্বলতা ও অপরাধবোধ অনুভব করছে এবং কতিব পুনরায় মুখস্থ করা যায় সে বিষয়ে জানতে চাচ্ছে এটি তার অন্তরে গাফলতি থেকে জগে উঠার আলামত। এই যার অবস্থা তার উচতি অনতবিলম্বে পুনরায় মুখস্থ করার জন্য উদ্যোগী হওয়া; দরৌ না করা। এ ক্ষেত্রে সে যদি তার প্রচুর ব্যস্ততা, দায়দায়িত্ব ও পরিবারকে সময় দেয়ার কারণে শুধু অবসর সময় ছাড়া অন্য কোন সময় পুনঃপাঠ করার সুযোগ না পায় তাতেও কোন অসুবিধা নহে।

আল্লাহই ভাল জানেন।